বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামি শরিয়াহ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)

ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম

ইসলামি শরিয়াহ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)

ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম

অনুবাদ

প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামি শরিয়াহ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)

মূল : ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম

অনুবাদ : প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

ISBN : 978-984-8471-34-0

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা - ১২৩০

ফোন : ০২-৮৯১৭৫০, ০২-৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com

Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০১৪

আশ্বিন : ১৪২১

জিলহজ : ১৪৩৫

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র US $ 12

Islami Shariyh : Lakkha O Uddeshsha (Volulme -I) (Al-Maqased Al-Ammah Lish Shariatil Islamiah) originally written by Dr. Yousuf Hamid Al-Alim. Translated by Professor Muhammad Mozammel Hoque. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230. Phone : 02-8917509, 02-8924256. E-mail : *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website : *www.iiitbd.org*, Price : BDT 250.00, US $ 12.

প্রকাশকের কথা

অপরিচ্ছন্নতা ও পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে মানব সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়ে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন-যাপন করে ইহকালীন ও পরকালীন অনাবিল শান্তি লাভে সহায়তা দান করাই ইসলামি শরিয়াহর মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালার বিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে মানুষের জীবন পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ, সার্থক ও কল্যাণময় হতে বাধ্য। তবে ইসলামি শরিয়াহর বিধানসমূহ সঠিকভাবে জেনে সেই বিধানের ছত্রছায়ায় জীবন-যাপন করা এবং জীবন পদ্ধতি সুশৃঙ্খল করা - শরিয়াহ প্রদত্ত বিধানকে সঠিক তাৎপর্যের নিরীখে বিশ্লেষণ করার উপর নির্ভরশীল।

মুসলিম মিল্লাতের দীর্ঘ সময়ের নিষ্ক্রীয়তা, বিপুল অংশের মানসিক জড়তা ও হীনমন্যতা এবং চিন্তার বৈকল্য তাদের অনেকের মনে ইসলামি শরিয়াহর গভীর তত্ত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে দিয়েছে। কেউ কেউ আধুনিক মানুষের প্রয়োজন পূরণ এবং তার নিত্য নতুন ও পরিবর্তিত সমস্যাবলীর সমাধান করতে ইসলামি শরিয়াহ অক্ষম বলে মনে করতে শুরু করেছেন। আবার কোনো কোনো অসচেতন লোক বলতে শুরু করেছেন যে, ইসলাম ও ইসলামি শরিয়াহর কার্যকারিতা কেবলমাত্র পারলৌকিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, ইহলৌকিক জীবনে এর তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা নেই। ইহজগতে মানব জীবনকে সুসংগঠিত করাই যে ইসলামি শরিয়াহর লক্ষ্য একথা তারা ভুলে গেছেন কিংবা ইচ্ছা করেই ভুলতে বসেছেন। আসলে এরা ইসলামি শরিয়াহর ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা, পূর্ণতা ও কল্যাণকামিতা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ অথবা জেনেশুনে অজ্ঞতার ভান করে এগুলো অস্বীকার করেছেন।

এ বিষয়গুলো সামনে রেখেই ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম 'আল-মাকাসিদ আল-আম্মাহ লিস-শরিয়াহতিল ইসলামিয়াহ' শীর্ষক এ আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থটি আরবিতে পেশ করছেন। গ্রন্থটি 'ইসলামি শরিয়াহ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (প্রথম খণ্ড)' নামে বাংলায় অত্যন্ত সাবলিল ভাষায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত পণ্ডিত পাবনা ইসলামিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির গবেষণার দুয়ার উন্মোচিত করবে। আলেমদেরকে গবেষণা ও ইজতিহাদে উৎসাহিত করবে। এমনকি একজন সাধারণ পাঠককেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিষয়বস্তুর ওপর অভিজ্ঞতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে তাকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলবে।

পাঠকের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে বিআইআইটি কর্তৃপক্ষ সত্যিই আনন্দিত। বইটির অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রয়াস কবুল করুন। আমিন॥

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

সূচি

ভূমিকা ০১
পূর্বকথা ১১
এ পদ্ধতি অবলম্বন করলাম কেন? ১৬
তথ্য সূত্রের প্রকৃতি ১৭

প্রথম আলোচ্য বিষয় ২১-৫২
বিষয় পরিচিতি, শরিয়াহ বিধানের সংজ্ঞা এবং শরিয়াহ বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বর্ণনা ২১
শরিয়াহর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৩
শরিয়াহর কতিপয় বিধানের মধ্যে বিরোধ সহকারে সমগ্র দ্বীনী ব্যবস্থার ঐক্য ২৬
শরিয়াহ বিধানের সংজ্ঞা ২৯
রচিত শরিয়াহ বিধানের বিভিন্ন প্রকরণ ৩১
শরিয়াহ প্রতিবন্ধক তিন প্রকারের ৩৬
সঠিক ও বাতিল ৩৬
আযীমাত ও রুখ্সাতের ক্ষেত্রে হুকুমের বিভিন্নতা ৩৮
শরিয়াহর উৎসসমূহ বা আহকাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী ৪০
প্রথম বিষয় ৪০
দ্বিতীয় বিষয় ৪২
তৃতীয় বিষয় ৪৮

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় ৫৩-৬৪
ইসলামি শরিয়াহর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ৫৩
১ম বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর ব্যাপকতা ৫৩
২য় বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর বিধানসমূহ স্থবিরতা ও নমনীয়তার মাঝামাঝি অবস্থান করে ৫৬
৩য় বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর বিধানসমূহ সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে ও কল্যাণার্থে সুবিধা প্রদান করে ৫৮
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : দ্বীনের প্রতিবন্ধকের সাথে আচরণবিধি নির্ণয় করা ৬০
৫ম বৈশিষ্ট্য : শরিয়াহর উৎসকে বিকৃতি ও পরিবর্তন মুক্ত রাখা ৬১

তৃতীয় আলোচ্য বিষয় ৬৫-৯৫
ইসলামি শরিয়াহর উৎসসমূহ অথবা বিধানাবলীর যুক্তির ভিত্তি ৬৫
প্রথম দলিল : আল কিতাব ৭১
কুরআনে বিধৃত আহকাম ৭৩
দ্বিতীয় দলিল : সুন্নাত ৭৩
সুন্নাতের প্রামাণিক ক্ষমতা ৭৫
শরিয়াহর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের মর্যাদা ৭৭
কুরআনের সাথে সুন্নাতের সম্পর্ক ৭৮
তাদের বক্তব্যের সারাংশ ৮০
তৃতীয় দলিল : ইজ্‌মা ৮১
ইজ্‌মার সম্ভাবনা ও তার অনুষ্ঠান ৮২
ইজমার প্রামাণিকতা ৮৫
চতুর্থ দলিল : কিয়াস ৮৯
কিয়াসের রূপরেখা ৯১
কিয়াসের প্রামাণিকতা ৯২

প্রথম অধ্যায় ৯৭-১০০
লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ ৯৭
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ৯৭

প্রথম অনুচ্ছেদ ১০১-১৬৪
লক্ষ্যসমূহ ১০১
প্রথম বিষয় : লক্ষ্যের আভিধানিক ও শারয়ী সংজ্ঞা ১০১
লক্ষ্য ১০১
শরিয়াহ প্রণেতার আইনগত উদ্দেশ্যাবলী ১০৫
সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যাবলী ১০৫
আইনগত উদ্দেশ্যাবলী ১০৭
শরিয়াহর উদ্দেশ্যাবলী প্রমাণিত হওয়ার দলিল ১০৯
আহকামের উৎস অনুসন্ধান ১১১
প্রথমত : কুরআনভিত্তিক ১১১
দ্বিতীয়ত : সুন্নাত বা হাদিস ১১৫
তৃতীয়ত : ইজ্‌মা তথা সর্বসম্মতিক্রমে শরিয়াহ রীতিনীতির দলিল গ্রহণ করা ১১৭

দ্বিতীয় বিষয় : শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বিরোধী কাজ বাতিল ১২৪
উপরিউক্ত বক্তব্যের উদাহরণ ১৩১
উদ্দেশ্য দু'ভাগে বিভক্ত : মৌলিক ও সহায়ক ১৩৫
তৃতীয় বিষয় : মুজতাহিদের জন্য শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যসমূহের পরিচয় লাভ করার প্রয়োজনীয়তা এবং তার পন্থা ১৪২
মুজতাহিদগণ শরীয়তে পাঁচ প্রকারের সংযোজন করেন ১৪৩
শরিয়াহ প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায় ১৪৬
দালালাতুন নুসুস (দলিল ভিত্তিক সুস্পষ্ট নির্দেশ) দুই প্রকার ১৪৮
প্রথম পদ্ধতি : কারণভিত্তিক সুস্পষ্ট দলিল ১৪৯
দ্বিতীয় পদ্ধতি : শরিয়াহ প্রণেতার রীতি ও হস্তক্ষেপ অনুসন্ধান করা ১৫৫
তৃতীয় পদ্ধতি : শরিয়াহ বুঝার ব্যাপারে সাহাবাদের দিকদর্শন ১৬০
শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌র হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে বলা হয়েছে ১৬১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ১৬৫-১৯৬
প্রথম আলোচ্য বিষয় : মাসলিহাত বা কল্যাণ ১৬৫
আহকামের কার্যকারণ ১৬৫
উপরোক্ত চার ধরনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা ১৭১
প্রথম বৈশিষ্ট ১৭৭
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ১৮৮
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ১৯১
চর্তুথ বৈশিষ্ট্য ১৯৩

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় : বিভিন্নতার আলোকে কল্যাণের প্রকারভেদ ১৯৭-২১৬
প্রথম প্রকার ১৯৭
ইমাম গাজ্জালী রহ.-এর অভিমত ১৯৭
ইমাম শাতবীর র. অভিমত ১৯৯
দ্বিতীয় প্রকার : স্থায়ীত্ব ও পরিবর্তনের আলোকে কল্যাণ কামনা ২০১
তৃতীয় প্রকার : শক্তি বিশ্বের প্রয়োজনের পরিমাণ এবং গ্রহণের সামর্থরূপে কল্যাণকামিতা ২০২
আল্লামা শাতবী র. ২০৫
প্রথম প্রকার : মৌলিক লক্ষ্যসমূহ ২০৬

দ্বিতীয় প্রকার : প্রয়োজনসমূহ ২০৮
তৃতীয় প্রকার : অনুমোদিত বা শোভনীয় ২০৯
৪র্থ প্রকার : সামষ্টিক ও আংশিকরূপে কল্যাণের প্রকারভেদ ২১৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ২১৭-২৩৬
কতিপয় প্রকার বিন্যাস সম্পর্কিত বর্ণনা ২১৭
কল্যাণের পরিবর্তনে আহকামের পরিবর্তন ২১৭
পরিবর্তনীয় অভ্যাস পাঁচ প্রকার ২২২
কল্যাণের পরিবর্তনে আহকাম পরিবর্তিত হওয়ার দলিল ২২৩
দু'টি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যায় ২৩০
কল্যাণসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং গুরুত্বের দিকে থেকে এই তারতম্যের মাপকাঠি ২৩১
গুরুত্বের দিক থেকে কল্যাণসমূহের তারতম্যের মাপকাঠি ২৩৩
অধিকার প্রয়োগে অস্পষ্টতা কিংবা অধিকারে অনিষ্টতা ২৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৩৭-২৪৪
কল্যাণের বিস্তৃত ক্ষেত্র ২৩৭
দ্বীনের কল্যাণের হেফাজত ২৩৭
প্রথম বিষয়টির আলোচনা ২৩৭
দ্বীনের আভিধানিক অর্থ ২৩৭
শরিয়াহর আলেমগণের দৃষ্টিতে দ্বীন এর সংজ্ঞা ২৩৯

দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনা ২৪৫-২৬৯
পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের তাৎপর্য ও স্বরূপ, আল্লাহ তায়ালার কাছে এটিই একমাত্র দ্বীন এবং মানুষের জন্য এর প্রয়োজন ২৪৫
পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ২৪৫
শরিয়াহ প্রয়োগের দৃষ্টিতে ২৪৬
পূর্বের আলোচনার সারবস্তু ২৫৪
মানুষের প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের ২৫৬
দ্বীনের এখানে তিনটি অর্থ করা যায় ২৫৬
মুমিনের বিপদ মোকাবিলার প্রস্তুতি ২৬০
আলোচনার সারসংক্ষেপ ২৬৯

তৃতীয় বিষয়টির আলোচনা ২৭১-৩০৪
দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের ধনাত্মক পদ্ধতি ২৭১

আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ইমান ২৭১
আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের সাথে কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায় ২৭২
প্রথম পথ হচ্ছে ২৭২
দ্বিতীয় পথ হচ্ছে ২৭২
বিশ্বাসের জগতে মানুষকে সত্যপথ দেখাবার কুরআনী পদ্ধতি ২৭৩
এ বিশ্বে মানুষের অবস্থান এবং তার সাথে সম্পর্ক ২৮০
মানুষের দ্বিতীয় অবস্থান ফরয ইবাদত ২৮৫
প্রথম বুনিয়াদ - সালাত ২৯০
দ্বিতীয় বুনিয়াদ - জাকাত ২৯৬
তৃতীয় বুনিয়াদ - সওম ২৯৮
চতুর্থ বুনিয়াদ - হজ ২৯৯
দ্বীনের কল্যাণের তৃতীয় অবস্থান ৩০৩

চতুর্থ বিষয়টির আলোচনা ৩০৫-৩৩৬
দ্বীনের কল্যাণ সংরক্ষণের ঋণাত্মক পদ্ধতি ৩০৫
প্রথম পদ্ধতি : জিহাদের শরিয়াহী বিধান ৩০৫
জিহাদের অর্থ ৩০৯
জিহাদ ফরজে কিফায়া ৩১১
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব হবার কারণ : কুফরী অথবা যুদ্ধবাজিতা ৩১৩
কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অধিকাংশ ফকীহর প্রমাণ সংগ্রহ ৩১৩
কাফেরদের সাথে যুদ্ধের উদ্যোক্তা ও যুদ্ধকারী ৩১৯
দ্বিতীয় পদ্ধতি : মুরতাদ ও যিনদীকদের হত্যার শরিয়াহী বিধান ৩২১
তৃতীয় পদ্ধতি : দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং বিদআতী ও যাদুকরদেরকে শাস্তি দেয়া ৩৩০
নতুন উদ্ভাবন বা বিদ'আতের কারণ ৩৩২
চতুর্থ পদ্ধতি : গুনাহকে হারাম করা এবং শরিয়াহর দণ্ডবিধি অনুযায়ী গুনাহকারীকে শাস্তি দেওয়া ৩৩৫

প্রমাণপঞ্জি ৩৩৭

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রভু ও মালিক। সালাত ও সালাম আমাদের নেতা শেষ নবি মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের প্রতি আর যারা তাঁর মত ও পথ অনুসরণ করে চলেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নির্দেশিত পথে চলবেন তাদের প্রতি।

কয়েক মাস আগে আন্তর্জাতিক ইসলামি গবেষণা সংস্থা- প্রাচ্যের কার্যালয় থেকে প্রফেসর আহমদ রাইসুনী লিখিত উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কিত ইমাম শাতবীর মতবাদ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে আমরা ব্যাপকভাবে পুস্তক প্রকাশ পরিকল্পনার শুভ সূচনা করি। এবার আমরা ইসলামি শরিয়াহ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নামে গ্রন্থ প্রকাশ করছি। গ্রন্থটির লেখক অধ্যাপক ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম। তিনি ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান (আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জান্নাতে বুলন্দ দরজা দান করুন)। মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। সুদানে ফেরার পরে অত্যন্ত ব্যস্ততার কারণে তাঁর এ রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আলেম, ফকীহ, বিদগ্ধ জনগোষ্ঠী ও ছাত্র সমাজকে এ অমূল্য গ্রন্থটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদেরকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করতে আমরা আগ্রহী হই। গ্রন্থটির মধ্যে এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যা ইতোপূর্বে ফকীহ ও উসূলবিদগণের আলোচনায় আসেনি। অথচ বর্তমান অবস্থায় এগুলোর প্রয়োজন অনেক বেশি। যেমন শরিয়াহ ইল্‌ম লিপিবদ্ধ ও বিন্যস্ত করার সময় কিছু ইল্‌মকে প্রযুক্তিগত এবং কিছুকে বুদ্ধিগত পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। জাতিকে তার মূল ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে, আলেম সমাজকে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর চিন্তা-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করতে, শরিয়াহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে, ইসলামি শরিয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে, সৃষ্টির কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ রোধে অন্যান্য বিধানের তুলনায় ইসলামি বিধানের অধিকতর কার্যকর হওয়া এবং আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি এবং মানুষকে একাকী ছেড়ে

পূর্বকথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। তিনি মেহেরবানি করে তাঁর বান্দাদের এমন একটি শরিয়াহ দান করেছেন, যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তিনি বান্দাদের কুপ্রবৃত্তি ও সৎস্বভাবের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর শরিয়াহর বিধান অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে অনিচ্ছায় ও প্রকৃতিগতভাবে যেভাবে তারা আল্লাহ তায়ালার বিধানের অনুগত থাকে অনুরূপভাবে স্বেচ্ছায়ও তাঁর বিধান মেনে চলে।

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

বলে দিন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম মুসলিম[১]।

শেষ নবি ও রসুল সা., তাঁর সাহাবা রা. ও পরিবার পরিজনদের প্রতি সালাত ও সালাম। আল্লাহ তায়ালার কাছে আবেদন, তিনি যেন আমাদের কথা ও কর্মের মধ্যে সমতা দান করেন। আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করেন। আমাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্পকে সুন্দর ও শক্তিশালী করেন। আমরা যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পৌছতে পারি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

যে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করতে চায় তাকে অবশ্যই ভালো কাজ করতে হবে এবং অবশ্যই সে তার রবের ইবাদতের মধ্যে আর কাউকে শরীক করবে না[২]।

আল্লাহ তায়ালার দরবারে লাখো শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ দান করেছেন যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুদূর প্রসারী, বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী। বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহকৃত ব্যক্তিত্ব, প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

---

১ সুরা আনআম- ১৬২ আয়াত।

২ সুরা আল কাহফ- ১১৫ আয়াত।

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বইয়ের তালিকা (পার্ট - ১)

ক. অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন

এম. উমর চাপড়া *পিএইচডি*

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ	২৫০/-
ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১৬০/-
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে : অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ	৩০০/-

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ

উন্নয়ন ও ইসলাম	৩৫/-

এম আকরাম খান এবং এম রকিবুজ জামান

ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ	৭০/-

এম. রুহুল আমিন অনূদিত

ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা - সামাজিক প্রেক্ষাপট	১০০/-

কাজী মোরতুজা আলী

ইসলামি জীবন বীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত	১৭৫/-

মাহমুদ আহমদ *পিএইচডি*

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ	৬০/-

রফিক ইসা বীকুন

ইসলামি ব্যবসায় নৈতিকতা	১০০/-

প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা	২০০/-

Prof. M. Raihan Sharif

Guidelines to Islamic Economics : Nature, Concept and Principles	২৫০/-

M. Zohurul Islam *FCA*

Accounting Philosophy Ethics and Principles: The Islamic Perspective	২০০/-
Al-Zakah : A Hand book of Zakah Administration	২০০/-
An Analysis of the Development of Socio-Economic Development	১০০/-

M. Kabir Hasan *PhD*

On Openness, Integration and Economic Growth	২০০/-
Globalization and the Muslim World	৪০০/-

M. Azizul Huq

Profits Payout to Mudaraba Depositors (Bangladesh Perspective)	১০০/-

Masudul Alam Chowdhury

A Dynamic Analysis of Trade and Development in Islamic Countries	৩০০/-

Professor Dr. Muhammad Luqman (Edited)

Islamic Management: Islamic Perspective	২০০/-

Md. Golam Mohiuddin *PhD* **& Afroza Bulbul**

Islamization and Standardization of Knowledge...	১৩০/-

প্রথম আলোচ্য বিষয়

বিষয় পরিচিতি, শরিয়াহ বিধানের সংজ্ঞা এবং শরিয়াহ বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বর্ণনা

আল্লাহ তায়ালা জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। তাদের নিকট রসুল পাঠিয়েছেন একের পর এক, বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন যুগে। এভাবে রসুল পাঠাবার পর তাদের আল্লাহ তায়ালার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁদের সাথে কিতাবও নাযিল করেছেন মানুষকে ভুল পথ থেকে ঠিক পথে এবং অন্ধকার থেকে আলোকের মধ্যে আনার জন্য। মানুষের কাছে ওহি পাঠাবার জন্য তাদের মধ্য থেকে রসুল সা.-কে বাছাই করে নিয়েছেন। এ ওহি তাঁর অন্তর্দেশ ও বহির্দেশকে আলোকোদ্ভাসিত করেছে। ওহি-ই হচ্ছে পথ প্রদর্শনকারী এবং প্রধান পথ প্রদর্শক।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি ওহি প্রেরণ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ইমান কি। কিন্তু আমি তাকে করেছি আলো, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ দেখাই[১৩]।

ফলে কুরআনই তাঁর সমগ্র জীবন-চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন :

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত[১৪]।

কারণ তিনি ওহির নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছেন। ফলে তাঁর জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড সেই অনুযায়ী ঢালাই হয়েছে। এভাবে ওহি হয়ে গেছে তাঁর পরিচালক।

---

[১৩] সুরা শুরা- ৫২ আয়াত।

[১৪] সুরা কলাম- ৪ আয়াত।

মুহাম্মদ সা. ছিলেন আল্লাহ তায়ালার ওহির হুকুমের প্রবক্তা, তার অনুগত এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যই ছিল তাঁর প্রতি আরোপিত সত্যের সপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ যখনই তাঁর প্রতি হুকুম এসেছে, তিনি তা পালন করেছেন। যখনই কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তিনি তা বর্জন করেছেন। যখনই ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, তিনি সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক ভীত হয়েছেন। মোটকথা, তিনি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত শরিয়াহকে নিজের শাসকে পরিণত করেন এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী সত্য সঠিক পথ পাড়ি দেন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁর আল্লাহ তায়ালার প্রতি আত্মসমর্পন ও বন্দেগীর প্রশংসা করে তাঁকে তাঁর সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ইসলামি শরিয়াহ সমগ্র মানবজাতির ওপর কর্তৃত্বশালী হয়। তাদের জন্য হয় আলোর দিশা। এ আলোয় তারা এগিয়ে চলে সত্যের পথে। যখন তারা নিছক মানবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে নয় বরং শরিয়াহর বিধানসমূহ মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী কথায়, কর্মে ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন গড়ে তোলে তখন জীবন হয় মর্যাদাশালী। কারণ আল্লাহ তায়ালা মর্যাদাকে সম্পৃক্ত করেছেন তাকওয়ার সাথে, অন্য কিছুর সাথে নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

> অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই বেশি মর্যাদাশালী যে বেশি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে[১৫]।

কাজেই মানুষের মধ্যে শরিয়াহর সর্বাধিক আনুগত্য করে তার সংরক্ষণকারী ব্যক্তিই সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। অন্যথায় তার উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সুদূর পরাহত।

কাজেই শরিয়াহর কর্তৃত্ব বেশি করে মেনে নেয়ার ওপরই মানুষের মর্যাদা নির্ভরশীল। আর ইসলামের শরিয়াহ হচ্ছে আল্লাহর শরিয়াহ, যা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী এবং অন্য সকল শরিয়াহ বাতিলকারী ও তাদের ওপর বিজয় লাভকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করে এ শরিয়াহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের অনাবিল সুখ ও শান্তিতে ভরে দেয়। যে

---

[১৫] সুরা হুজুরাত- ১৩ আয়াত।